Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-12-2025 15:33 Page 1

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
যোগাযোগ
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার ঃ 86702 93031

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
যোগাযোগ
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার ঃ 86702 93031

২০ অগ্রহায়ণ ।। ১৪৩১।। রবিবার. ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ১৮৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
২০ অগ্রহায়ণ ।। ১৪৩১।। রবিবার. ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ১৮৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ব্রিগেডে গীতাপাঠের আসরে রাজ্যপাল আনন্দ বোস! মধ্যমণি বঙ্গ বিজেপি নেতারাই

বিপর্যস্ত ইন্ডিগো! যাত্রী সুবিধায় কলকাতা থেকে দিল্লি-মুম্বই পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল

মানসিক ভাবে অসুস্থ', মুনিরকে আক্রমণের পরই ইমরানকে পালটা তোপ পাক সেনার

মধ্যপ্রদেশের কুনোয় ফের মৃত্যু চিতা শাবকের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে আরও এক চিতার মৃত্যু ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। চিতা শাবকটিকে বৃহস্পতিবার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। শুক্রবার শাবকটির দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।পদস্থ বন আধিকারিক জানিয়েছেন, যে চিতাটির দেহ উদ্ধার হয়েছে সেটি বীরার শাবক। সেটির বয়স ছিল ১০ মাস। শুক্রবার বিকেলে বন দপ্তরের কর্মীরা শাবকটির দেহ উদ্ধার করেন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ছিল আন্তর্জাতিক চিতা দিবস। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বীরা নামে একটি স্ত্রী চিতা এবং তার দুই শাবককে কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়েন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, রাতে মায়ের কাছে থেকে দু'টির মধ্যে একটি শাবক আলাদা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কী কারণে শাবকটির মৃত্যু হল তা স্পষ্ট নয় ।উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের জঙ্গলে পুনরায় চিতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই প্রকল্প

অনুযায়ী, ২০২২-২৩-এর মধ্যে আফ্রিকার নামিবিয়া-সহ নানা দেশ থেকে মোট ২০টি চিতাকে ভারতে আনা হয়েছিল। ধুমধাম করে সেই চিতাদের কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী। এদেশের মাটিতে ১২টি চিতাশাবকেরও জন্ম হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বেশ কয়েকটি চিতার মৃত্যু হয়েছে। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে বন দপ্তর। শুধু তাই নয়, একের পর এক চিতা মৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে মোদির স্বপ্নের এই প্রকল্প।

গোয়ার ক্লাবে বিধ্বংসী আগুন

মৃত্যু ২৫, আহত কমপক্ষে ৫০

গোয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নৈশক্লাবে পার্টি চলাকালীন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। তারপরই বিধ্বংসী আগুন। ঘটনায় পুড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গোয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নৈশক্লাবে পার্টি চলাকালীন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। তারপরই বিধ্বংসী আগুন। ঘটনায় পুড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পর্যটক। ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। ইতিমধ্যেই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। উত্তর গোয়ার আরপোরায় বাগা সুমদ্র সৈকতের কাছে অবস্থিত জনপ্রিয় নৈশক্লাব বির্চ। শনিবার রাতে সেখানে পার্টি চলছিল। রাত একটা নাগাদ আচমকা সেখানে আগুন লেগে যায়। তারপরই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। পর্যটক, সাধারণ মানুষ এবং ক্লাবের কর্মীদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ক্লাবের রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলেই এই অগ্নিকাণ্ড। যদিও গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে ১৪ জন ওই ক্লাবের কর্মী। চারজন

পর্যটক। বাকি সাতজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকার ফলে তা নেভাতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে। দমকল সূত্রে খবর, রবিবার ভোরের দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। মৃতদেহগুলিকে করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আহতরা গোয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'গোয়ার এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রাণ হারিয়েছেন ২৫ জন। ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এবং ক্লাবে পর্যাপ্ত অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে। দোষীদের রেয়াত করা হবে না। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মোদিও। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'গোয়ার আরপোরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি মর্মাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা করবে রাজ্য সরকার।' মৃতদের পরিবারের জন্য দু'লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।

ইন্ডিগো নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি কংগ্রেসের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাঁচদিন ব্যাপী চূড়ান্ত অব্যবস্থা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সে। বাতিল শয়ে শয়ে উড়ান। ভোগান্তির শিকার হাজার হাজার যাত্রী।

এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আগে থেকে জানা সত্ত্বেও সংস্থা বা কেন্দ্র কেউই কোনও পদক্ষেপ করেনি। যা নিয়ে এবার সরব কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি, মোটা অঙ্কের নির্বাচনী চাঁদা পেয়েই ইন্ডিগো নিয়ে নীরব ছিল কেন্দ্র। শুধু চাঁদার জন্য যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে আপস করতেও পিছপা হয়নি মোদি সরকার।শনিবার কংগ্রেস সাংসদ শক্তিকান্ত সেম্বিল দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন, নির্বাচনী বন্ডের তথ্যে দেখা গিয়েছে, বিজেপির সঙ্গে ইন্ডিগোর পরিচালন সংস্থা ইন্টারগ্লোব গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ আর্থিক লেনদেন ছিল। সে কারণেই কি যাত্রী সুরক্ষার সঙ্গে আপস করে এতদিন ধরে ইন্ডিগো নিয়ে নীরব কেন্দ্র? কংগ্রেসের অভিযোগ, ইন্ডিগোর মালিক রাহুল ভাটিয়া এবং তাঁর সংস্থা ইন্টারগ্লোব বড় অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিল বিজেপিকে। সেকারণেই অব্যবস্থা এতদিন ধরে উপেক্ষা করা হচ্ছে।নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য বলছে, রাহুল ভাটিয়া এবং তাঁর সংস্থা ইন্টার গ্লোব মোট ৫৬ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছিল নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে। এর মধ্যে বিজেপি একাই ৩১ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল। কংগ্রেস

মাত্র ৫ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল। এমনকী বিমান সংস্থাগুলি যে সময়ে কোভিড-লকডাউনের জন্য আর্থিক সমস্যায় ভুগছিল, তখনও ইন্ডিগোর। কিন্তু সংস্থা সেটা করেনি। সেকারণেই এই অব্যবস্থা এবং মানুষের ভোগান্তি। কেন আগে থেকে পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করা হল না? প্রশ্ন তুলে

> **পাঁচদিন ব্যাপী চূড়ান্ত অব্যবস্থা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সে। বাতিল শয়ে শয়ে উড়ান। ভোগান্তির শিকার হাজার হাজার যাত্রী। এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আগে থেকে জানা সত্ত্বেও সংস্থা বা কেন্দ্র কেউই কোনও পদক্ষেপ করেনি। যা নিয়ে এবার সরব কংগ্রেস।**

ইন্ডিগো চারটি রাজনৈতিক দলকে মোট ৫৬ কোটি টাকা চাঁদা দেয়। কংগ্রেসের এই অভিযোগ রীতিমতো গুরুতর। যদিও কেন্দ্র এখন ইন্ডিগো নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। ডিজিসিএ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, কেন্দ্রের নতুন বিধি আগে থেকেই সংস্থাকে জানানো হয়েছিল। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল ইন্ডিগোকে নোটিস দিয়েছে ডিজিসিএ। শোনা যাচ্ছে ইন্ডিগো-কে একাধিক স্তরে শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে। সংস্থার উপর মোটা অঙ্কের জরিমানা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ উড়ান চালানোর অনুমতি তাঁদের দেওয়া হয়েছে, সেটা আরও কমানোর ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রের।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-12-2025 15:33 Page 3

বর খুঁজে দিলেই মিলবে ৮৯ লক্ষ টাকা বকশিস !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ তারকা অ্যায়েলা সঙ্গী খোঁজার প্রচলিত উপায় ভেঙে ফেলেছেন। গত মাসে তিনি ঘোষণা করেন; কেউ যদি তাকে এমন একজন পুরুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে যাকে তিনি বিয়ে করবেন, তবে সেই সুপারিশকারী পাবেন ১ লাখ ডলার। এই ঘোষণাই ইন্টারনেটজুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। ৩৩ বছর বয়সী অ্যায়েলা সান ফ্রান্সিসকোর বে এরিয়ায় থাকেন এবং স্বীকার করেছেন; তিনি সাধারণ ডেটার নন। তাঁর ভাষায়, তডেট করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আমাকে বিয়ে করতে আগ্রহী পুরুষও কম নয়। কিন্তু যাকে আমি বিয়ে করতে চাই; সেই তালিকাটি অত্যন্ত ছোট।দ তিনি জানিয়েছেন, সম্ভাব্য সঙ্গী হতে হলে প্রথম শর্ত হলো; তাকে অবশ্যই পলিআমোরিতে বিশ্বাসী হতে হবে, যেটা তাঁর দাবি অনুযায়ী, বিশ্বের মাত্র ৩ শতাংশ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। যৌনতার ক্ষেত্রে থাকতে হবে 'অমিমাংসিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবণতা'; যা তিনি মনে করেন, মাত্র ১০ শতাংশ পুরুষের বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে যুক্ত হবে আর্থিক সামর্থ্য, সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা এবং আত্ম ত্ম-স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক মত, বয়স, বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক গঠন; এগুলো তিনি 'অতিরিক্ত পয়েন্ট' হিসেবে ধরে দেখেন। শুধু বিয়ের প্রস্তাব নয়; অ্যায়েলা আরও বড় উপঢৌকন রেখে ছেন। কেউ যদি এমন একজন ধনী পুরুষ খুঁজে দিতে পারে, যে কর-পরবর্তী ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে শুধু তার সঙ্গে সন্তান জন্মদানের 'চুক্তি' করবে এবং পরে সন্তানকে তিনি একাই লালন-পালন করবেন; তবে মধ্যস্থতাকারী পাবেন ৩ লক্ষ ডলার। তিনি ইতিমধ্যে বহু ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছেন, যাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কোনও জটিলতা তৈরি না হয়। এই পুরো ব্যবস্থার জন্য তিনি তৈরি করেছেন একটি অনলাইন ফর্ম, যেখানে সম্ভাব্য সঙ্গীকে যৌনতা, রাজনৈতিক মত, যুক্তিবোধ এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসসংক্রান্ত প্রায়োগিক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। সেখ ানে তথ্য গোপন করা বা মিথ্যা দিলে সম্পর্ক শুরু হওয়ার আগেই ভেঙে যাবে; এমন সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তিনি। অ্যায়েলা মনে করেন, মানুষ এখনও প্রেম আর ম্যাচমেকিংকে রহস্যময় বা কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে দেখে; হাত ছোঁয়া, চোখে চোখ পড়া, ভাগ্যের নির্মাণ। তাঁর যুক্তি, ত২০২৫ সালে শুধু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ঠিক মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় থাকাটা রোমান্টিক, কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। প্রযুক্তি, তথ্য এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং সম্পর্ককে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে।দ তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বর্তমান সম্পর্কও শুরু হয়েছিল এ ধরনের একটি সার্ভের মাধ্যমেই, যা তাঁর অনুসারীরাই পূরণ করেছিলেন।এই ধরনের ঘোষণা নতুন নয়। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে আইনজীবী ইভ টিলি-কোলসনও ঘোষণা করেছিলেন; যদি কেউ তাকে ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, তবে তিনি দেবেন ৫ হাজার ডলার। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল এবং অনেকে তাকে সম্ভাব্য সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।অ্যায়েলার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মতভেদ স্পষ্ট। কেউ এটিকে বলে প্রেমের বাজারীকরণ, কেউ বলে আধুনিক যুগে বাস্তবতা রহিত সম্পর্কের সংস্কার। আবার অনেকে মনে করছেন, এটি ডেটিং অ্যাপ যুগের চূড়ান্ত রূপ; যেখানে অ্যালগরিদম, তথ্য এবং অর্থ একসঙ্গে 'যুগল খোঁজা'কে পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় পরিণত করছে। কিন্তু অ্যায়েলা বিতর্কে খুব একটা বিচলিত নন। তাঁর যুক্তি সহজ; তআমরা সম্পর্ককে জাদুময় ভাবতে ভালোবাসি। কিন্তু যদি পদ্ধতিগতভাবে, যুক্তি দিয়ে, সম্পদ ব্যবহার করে আরও ভালো সঙ্গী পাওয়া যায়; তবে সমস্যা কোথায়?দ শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা থেকে যায়; প্রেম কি আবেগের বিষয়, না ক্রমশ তা হয়ে উঠছে লেনদেন, অ্যালগরিদম আর অফারের খেলা?

সপ্তাহের সবচেয়ে খারাপ দিন কোনটি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এমন এক পৃথিবীতে যেখানে রুটিন দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে বছরের পর বছর ধরে একটি বিতর্ক নীরবে জমছে। সপ্তাহের কোন দিনটি সবচেয়ে খারাপ বলে মনে হয়? এই প্রশ্নটি অফিসের করিডোর, পারিবারিক আড্ডা এবং বন্ধুদের সঙ্গে গভীর রাতের কথোপকথনে বারবার উঠে এসেছে। যে দিনটি শক্তি নিঃশেষ করে দেয়, মনোবল কমিয়ে দেয় এবং অসমাপ্ত কাজের ভিড় তৈরি করে। এটি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাপী মানুষের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই একটি নির্দিষ্ট দিনকে লক্ষ্য করে বারবার মিম ভাইরাল হয়েছে। অনেক ব্যবহারকারী স্বীকার করেছেন এই দিনটি যখন এটি আসে তখন তাঁদের বিছানা থেকে উঠতেও কষ্ট হয়।বছরের পর বছর ধরে সম্মিলিত অভিযোগের পর, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই বিতর্কটি একটি আনুষ্ঠানিক শিলমোহর পেয়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এমন একটি ঘোষণা করেছে যা ইন্টারনেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যা সন্দেহ করেছিলেন, তা সত্যিতে পরিণত হয়েছে। গিনেসের ঘোষণা হতেই অনলাইনে প্রতিক্রিয়ার ঝড় ওঠে। ঘোষণাটি হাস্যরস এবং স্বস্তির বন্যা বয়ে আনে। কর্মজীবী পেশাদারদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন দিনটি তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন, তারা প্রায় সর্বসম্মতভাবে বিশ্রামের পরের দিনটির দিকে ইঙ্গিত করেন। ছুটির দিনে ধীর সকাল, অতিরিক্ত ঘুম এবং কিছুটা মানসিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সুযোগ থাকে, কিন্তু হঠাৎ করে ডেডলাইন, মিটিং এবং প্রত্যাশার চাপ প্রায়শই অসহনীয় মনে হয়।বছরের পর বছর ধরে, যে কোনও প্ল্যাটফর্ম ঘেঁটে দেখুন, কোন দিনটি সবচেয়ে বেশি উপহাসের শিকার হয় তা স্পষ্ট। কলেজের কাজকর্মে ব্যস্ত তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে সোমবার সকালের মিটিংয়ে অফিসগামীরা, সকলের অভিযোগই উল্লেখ যোগ্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিছানা থেকে ওঠার সংগ্রাম, দৈনিক রুটিনের ভার এবং দীর্ঘ সপ্তাহের কাজের ভিড়ে ডুবে যাওয়া অনুভূতি, এই আবেগগুলি অবিরামভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, যা দিনটিকে সম্মিলিত ক্লান্তির একটি সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত করেছে।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস লক্ষ লক্ষ মানুষের এই অনুভূতিকে অবশেষে বৈধতা দিয়েছে। এক্স-এ একটি পোস্টে সংস্থাটি সোমবারকে 'সপ্তাহের সবচেয়ে খারাপ দিন' হিসাবে ঘোষণা করেছে।এই ঘোষণাটি, যা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলেছে। এটি সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী লাইক, শেয়ার এবং মন্তব্য করেছেন, অনেকেই মজা করে বলেছেন যে এই দিনের প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের অপছন্দ অবশেষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।এর পর, ইন্টারনেট তার সোমবার-কেন্দ্রিক হাস্যরসকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। বিষণ্ণ সকাল, বিলম্বিত অ্যালার্ম এবং অতিরিক্ত চাপযুক্ত সময়সূচির মিমগুলি নতুন উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে। কিছু ব্যবহারকারী লিখেছেন যে সিদ্ধান্তটি 'সময়মতো এসেছে'।

দাবানলে পুড়ছে অস্ট্রেলিয়া

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও মধ্য নিউ সাউথ ওয়েলসে তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে শনিবার ভয়াবহ দাবানলে অন্তত এক ডজন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দাবানলে পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে সেখানকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এম ১ প্যাসিফিক হাইওয়ে উভয় দিক থেকেই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। বর্তমানে নিউ সাউথ ওয়েলস জুড়ে ৭৫টিরও বেশি দাবানল জ্বলছে।রুরাল ফায়ার সার্ভিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বেশিরভাগ আগুন আপাতত তনিয়ন্ত্রণেদ আনা গেছে। তবে এখনও অন্তত ১৯টি আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, এই দাবানলে সর্বোচ্চ ১৬টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের সেন্ট্রাল কোস্টের কুলেওয়ং এবং আপার হান্টার অঞ্চলের মিলসনস গালি। কর্তৃপক্ষ সেখানে বসবাসকারী মানুষদের অবিলম্বে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে রাজ্যের প্রিমিয়ার ক্রিস মিন্স বলেন, এটি অগ্নিনির্বাপণ কর্মীদের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং দিন এবং যাঁরা তাঁদের বাড়িঘর হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। সিডনির উত্তরে একটি দাবানলে অন্তত ছয়টি বাড়ি পুড়ে গেছে। একই সঙ্গে রাজ্যের মধ্য-উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। গৌলবার্ন রিভার ন্যাশনাল পার্কে ছড়িয়ে পড়া একটি দাবানল ইতোমধ্যেই ৯,০০০ হেক্টরেরও বেশি এলাকা গ্রাস করেছে, যা আগুনের ভয়াবহতার ইঙ্গিত দেয়। প্রিমিয়ার মিন্স জানান, এই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১,৫০০-এর বেশি দমকল কর্মী এবং প্রায় ৩০০টি যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা মানুষের জীবন রক্ষায় সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, রুরাল ফায়ার সার্ভিস, নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ এবং ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ বিভাগ যে নির্দেশ দিচ্ছে, তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নিউ সাউথ ওয়েলসের কমিশনার ট্রেন্ট কার্টিন জানান, কর্তৃপক্ষ আবহাওয়ার পরিবর্তনের ওপর কড়া নজর রাখছে। তাঁর কথায়, তআমরা আশঙ্কা করছি ভোর ২টা থেকে ৫টার মধ্যে বাতাসের দিক পরিবর্তন হতে পারে। এতে দমকল কর্মীদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠবে।দ তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদেরও আবহাওয়ার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অনুরোধ জানান। এরই মধ্যে দাবানলের ভয়াবহ দৃশ্যের একাধিক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, যা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসকারী ডিন ন্যারামোর জানান, রাজ্যজুড়ে গরম ও শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘণ্টা। গরমের সঙ্গে দমকা হাওয়া থাকায় আগুনের ঝুঁকি ভয়াবহ মাত্রায় বেড়ে গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকাল এলেই দাবানল একটি পরিচিত সমস্যা। বিশেষ করে গরম ও ঝোড়ো হাওয়ার দিনে কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা প্রতিবছরই বড় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-12-2025 15:33 Page 4

বার্তা দিলেন ‘তেনারা’!

নাসার ‘স্প্রিটাকুলার’ সিটিজেন সায়েন্স প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নতুন ছবিতে এই অদ্ভুত লাল আলোর ঝলক ধরা পড়েছে। ছবিটি তুলেছেন নিকোলা এসকুরা নামের এক অবদানকারী। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শক্তিশালী বজ্রপাতের মেঘের উপরে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত এক লাল আভা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ ও রহস্যময় বৈদ্যুতিক ঘটনাগুলোর অন্যতম।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সম্প্রতি আকাশ থেকে নেমে আসা উজ্জ্বল লাল রঙের আলো দেখে অনেকের মনেই ভিনগ্রহী কার্যকলাপের জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এগুলি এলিয়েন নয়, বরং অত্যন্ত বিরল এক ধরনের উচ্চবায়ুমণ্ডলীয় বজ্রপাত, যাকে বলা হয় ‘স্প্রাইটস’। নাসার ‘স্প্রিটাকুলার’ সিটিজেন সায়েন্স প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নতুন ছবিতে এই অদ্ভুত লাল আলোর ঝলক ধরা পড়েছে। ছবিটি তুলেছেন নিকোলা এসকুরা নামের এক অবদানকারী। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শক্তিশালী বজ্রপাতের মেঘের উপরে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত এক লাল আভা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ ও রহস্যময় বৈদ্যুতিক ঘটনাগুলোর অন্যতম।

এই ছবি নতুন করে আলোচনায় এনেছে স্প্রাইটস নিয়ে আগ্রহ। কারণ, এই আলো সাধারণত কয়েক মিলিসেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয় না এবং বেশিরভাগ সময় ঝড়ের মেঘের আড়ালেই থেকে যায়, যে ঝড় থেকেই আসলে এদের উৎপত্তি। স্প্রাইটস সাধারণত শক্তিশালী বজ্রপাতের অনেক উপরে আকাশে দেখা যায়। এগুলি প্রায়শই খাড়া লাল স্তম্ভের মতো, আবার কখনও জেলিফিশের আকৃতির মতোও দেখা যায়। অনেক সময় একসঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ স্প্রাইটস তৈরি হয়, যা ঝড়ের মেঘের ওপর ঝুলে থাকার মতো মনে হয়। স্প্রাইটসের উপরের অংশে থাকে লালচে-কমলা আলো, আর নিচের দিকে থাকা শাখা বা ‘টেন্ড্রিল’-গুলিতে হালকা নীলাভ আভা দেখা যেতে পারে। এতে মনে হয় যেন উজ্জ্বল শিকড় আকাশ থেকে নেমে মেঘের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ বজ্রপাত যেখানে মেঘের ভেতরে বা মাটি পর্যন্ত আঘাত হানে, সেখানে স্প্রাইটস ঘটে পৃথিবীর মেসোস্ফিয়ার স্তরে, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ থেকে ৯০ কিলোমিটার ওপরে। এই অঞ্চলটি বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত পাতলা অংশ। অত্যন্ত শক্তিশালী বজ্রপাত হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রকে উপরের দিকে বিকৃত করে তোলে। এর ফলেই মহাকাশের প্রান্তে এক মুহূর্তের জন্য তৈরি হয় এই নাটকীয় বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ;স্প্রাইটস।

কেন এত রহস্যময় মনে হয় স্প্রাইটস আসলে ট্রান্সিয়েন্ট লুমিনাস ইভেন্টসদ নামে পরিচিত বৃহত্তর এক শ্রেণির অংশ, যার মধ্যে রয়েছে ব্লু জেটস-এর মতো ঘটনাও। এদের সকলের উৎস বজ্রঝড় হলেও, এগুলি মেঘের ভেতরে নয়, মেঘের অনেক ওপরে সংঘটিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে পাইলটরা ঝড়ের ওপর আকাশে অদ্ভুত লাল ঝলক দেখার কথা জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু প্রথম স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে মাত্র ১৯৮৯ সালে। এরপর মহাকাশচারী ও উচ্চমানের ক্যামেরার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, এই ঘটনাগুলি আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ঘন ও জটিল। ২০২৫ সালের ৩ জুলাই, নাসার মহাকাশচারী নিকোল আইয়ার্স আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা এক বিশাল আলোর স্তম্ভের ছবি তোলেন। সেটিও ছিল এক বিরল স্প্রাইটস ঘটনা। এর আগে, ২০২২ সালের ১৯ মে, তিব্বতের দক্ষিণাঞ্চলে পুমোয়ংচু হ্রদের কাছে দুই শৌখিন আলোকচিত্রী একসঙ্গে ১০৫টি লাল আলোর স্তম্ভ ধারণ করেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় চীনের বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন, এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার একক ঝড়ের ওপর এখনও পর্যন্ত রেকর্ড হওয়া সবচেয়ে বড় স্প্রাইটস বিস্ফোরণ।এই সব আবিষ্কার প্রমাণ করছে, আকাশের এই রহস্যময় লাল আলো ভিনগ্রহীদের বার্তা নয়, বরং পৃথিবীর নিজস্ব, এখনও অনেকটাই অজানা এক বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। কৃতজ্ঞতায় আজকাল।

সম্প্রতি আকাশ থেকে নেমে আসা উজ্জ্বল লাল রঙের আলো দেখে অনেকের মনেই ভিনগ্রহী কার্যকলাপের জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এগুলি এলিয়েন নয়, বরং অত্যন্ত বিরল এক ধরনের উচ্চবায়ুমণ্ডলীয় বজ্রপাত, যাকে বলা হয় ‘স্প্রাইটস’। নাসার ‘স্প্রিটাকুলার’ সিটিজেন সায়েন্স প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নতুন ছবিতে এই অদ্ভুত লাল আলোর ঝলক ধরা পড়েছে। ছবিটি তুলেছেন নিকোলা এসকুরা নামের এক অবদানকারী। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শক্তিশালী বজ্রপাতের মেঘের উপরে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত এক লাল আভা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ ও রহস্যময় বৈদ্যুতিক ঘটনাগুলোর অন্যতম। এই ছবি নতুন করে আলোচনায় এনেছে স্প্রাইটস নিয়ে আগ্রহ। কারণ, এই আলো সাধারণত কয়েক মিলিসেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয় না এবং বেশিরভাগ সময় ঝড়ের মেঘের আড়ালেই থেকে যায়, যে ঝড় থেকেই আসলে এদের উৎপত্তি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-12-2025 15:33 Page 5

মানুষের নেতা,সমাজের সাথী

নজরুল ইসলাম

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

মালদার মোথাবাড়ির শান্ত, সবুজে ঘেরা বাঙ্গীটোলা গ্রাম-এই মাটির গন্ধই গড়ে তুলেছিল এক অধ্যবসায়ী, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষকে। তিনি এমডি নজরুল ইসলাম-সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত এক অক্লান্ত যোদ্ধা যিনি নিজের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। আজ তিনি মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি কিন্তু তাঁর যাত্রার শুরুর গল্প এর চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও তাৎপর্যময়।

শিকড় থেকে সাফল্যের পথে

একটি সাধারণ পরিবারের সন্তান নজরুল ইসলাম শুরু থেকেই নীরব, আত্মপ্রত্যয়ী ও অধ্যয়ননিষ্ঠ ছিলেন।আরবি মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু এবং সেখান থেকেই ধীরে ধীরে তিনি বিকশিত হন একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় বক্তা হিসেবে।পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তাঁর বক্তব্য, জ্ঞান, নীতিবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁকে মানুষের কাছে সম্মানিত করে তোলে।যেখানে অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিগত সাফল্যের দিকে মনোযোগ দেয় সেখানে নজরুলের দৃষ্টি ছিল সমাজের উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার এবং মানবিক দায়বদ্ধতার দিকে।

শিক্ষাকে শক্তির জ্বালানি মনে করা এক স্বপ্নবাজ

২০০৪ সাল-একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের বছর।নিম্নবিত্ত ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের মানসম্মত, স্বল্পমূল্যের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন স্কলার্স' অ্যাকাডেমি।আজ সেই প্রতিষ্ঠান প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেওয়া এক আলোকস্তম্ভ।এখানে কেবল শিক্ষা নয় অনাথ-অসহায়দের জন্য বিনামূল্য বোর্ডিং পর্যন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে নজরুল ইসলাম প্রমাণ করেন-শিক্ষা শুধু সনদ নয়, এটি দায়িত্ব, কর্তব্য এবং মানবিকতা।

দুই দশকের নেতৃত্ব-জমিয়ত-ই-উলামার দায়িত্বে

মালদা জেলা জমিয়ত-ই-উলামার সভাপতি হিসেবে প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন দৃঢ়তা ও নৈতিকতার সঙ্গে।পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়ত- ই-উলামার কার্যনির্বাহী কমিটিতেও

তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।মানুষের জন্য তাঁর কাজ,ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা এবং সমাজে শান্তির আবহ তৈরি করা তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

রাজনীতিতে নৈতিকতার পথ তৃণমূল কংগ্রেসে উত্তরণ

২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যোগ দেন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে।একই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করে তিনি প্রমাণ করেন-রাজনীতি তাঁর কাছে ক্ষমতার নয়, মানবিকতার মাধ্যম,মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথ।আজ তিনি মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি এবং জেলার অন্যতম শক্তিশালী সাংগঠনিক মুখ।

মানবতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া তাঁর অনন্য কাজগুলো

১ শিক্ষায় আলোর পথ-স্কলার্স' অ্যাকাডেমি

নিম্নবিত্ত পরিবারের শত শত শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা

অনাথদের জন্য বিনামূল্যে পড়াশোনা ও বোর্ডিং

চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দিয়ে নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ

২ জমিয়ত-ই-উলামায় দুই দশকের প্রশাসনিক দূরদর্শিতা

মালদা জুড়ে শান্তি, সম্প্রীতি ও সামাজিক নেতৃত্ব

রাজ্য কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা

মানবিক সংকটে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য

৩.সিএএ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক

সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি বহু মানুষের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন।

অসংখ্য প্রতিবাদ সভার আয়োজন

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ভূমিকা

৪.কোভিড-১৯ মহামারীতে হাজারো মানুষের পাশে

কোভিড-১৯ ছিল মানবিক সংকটের ভয়াবহ সময় আর সেই সময় নজরুল ইসলামের ভূমিকা ছিল অনন্য।

মালদা জুড়ে ত্রাণ শিবির আয়োজন

হাজার হাজার পরিবারকে খাদ্য কিট প্রদান

জীবিকা হারানো পরিবারের জন্য জরুরি সহায়তা

৫.দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শীতবস্ত্র বিতরণ

প্রতিবছর শীতের শুরুতেই তিনি মালদার বিভিন্ন অঞ্চলে হাজারো কম্বল, শাল ও পোশাক বিতরণ করে আসছেন।এটি দয়ালু হৃদয়ের মানবিক ছোঁয়া যা মানুষের মনে উষ্ণতার আচ্ছাদন তৈরি করে।

৬. ২০২৪ সালের বন্যা-সময়ের সেরা মানবিক সেবক

মানিকচক ও কালিয়াচক-২ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার সময় তিনি ছিলেন মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু।

হাজারো পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী

জরুরি আশ্রয়ের জন্য ত্রিপল প্রদান

এটি ছিল মানবিকতাকে শক্তিশালী করার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

৭.বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ মহিলাকে শাড়ি বিতরণ

বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মর্যাদা রক্ষায় তিনি এগিয়ে দেন সহানুভূতির হাত।

৮.পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে ই-রিকশা প্রদান

করোনা পরবর্তী সময়ে যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের আত্মনির্ভর করতে তিনি বিনামূল্যে ই-রিকশা প্রদান করেন।এটি শুধু একটি যান নয়-এটি একটি পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জীবনরসদ।

৯.নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য কিট ২০২৫

পঞ্চাননপুরের নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেন

ছয় শতাধিক খাদ্য কিট বিশেষত অসহায় বিধবাদের জন্য জরুরি খাদ্যসামগ্রী

তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষের হৃদয়ে তাঁর স্থায়ী ছাপ তাঁর বিস্তৃত প্রচার ও লক্ষ্য

মালদা জুড়ে তাঁর মূল-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক, তৃণমূল পর্যায়ের কাজ এবং যুবসমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তাঁকে আজ মালদার জনপ্রিয় নেতা করে তুলেছে।

তাঁর স্বপ্ন-

পরিষ্কার পানীয় জলের সঙ্কটমোচন

চরম দারিদ্র্য হ্রাস

ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

সমতা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা

তিনি বিশ্বাস করেন-অসহায় মানুষের হাসি-সেটাই প্রকৃত রাজনীতি।

বর্তমান ও পূর্ববর্তী পদসমূহ

সভাপতি- মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল

সভাপতি - মালদা জেলা জমিয়ত ই উলামা ই হিন্দ

সভাপতি -বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক -স্কলার্স' অ্যাকাডেমি

সদস্য-মালদা জেলা এলএলএ কমিটি

পূর্ববর্তী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক-এআইটিসি সংখ্যালঘু সেল

চেয়ারম্যান , মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল

সহ-সভাপতি , মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

চেয়ারম্যান , মোথাবাড়ি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস

মানুষের নেতা, সমাজের ভরসা

নজরুল ইসলাম শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন-তিনি এক মানবিক শক্তি এক চিন্তাশীল সমাজসেবক এক প্রেরণাদায়ী শিক্ষক।তার সমগ্র পথচলা প্রমাণ করে-ক্ষমতার জন্য নয়, মানুষের জন্যই প্রকৃত নেতৃত্ব।মোথাবাড়ির মানুষ তাঁকে একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখে ন-যিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, আজও, প্রতিদিন।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।